‘আন্তঃধর্ম সংলাপ’ সহিষ্ণুতা ও সমঝোতা উন্নয়নে সহায়ক

লরেন মনসেন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ১৩ই সেপ্টেম্বর -- আন্তঃধর্ম সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অন্যের ধর্ম-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা কারীমা দাউদ একথা বলেন।

গতমাসে ইউএসইনফো আয়োজিত এক ওয়েবচ্যাটের (ইন্টারনেটে আলাপচারিতা) সময় দাউদ বলেন, “অন্যান্য ধর্ম-বিশ্বাসীদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয় এবং তা প্রতিবেশীদেরকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এটি নিছক একটি সংলাপ, কোনো সমঝোতা নয়। আপনার মত আমারও পৃথক একটি অবস্থান রয়েছে।”

পররাষ্ট্র দপ্তরের সহায়তায় আয়োজিত এই ওয়েবচ্যাটের শুরুতেই দাউদ নিজের পরিচয় দেন একজন আমেরিকান মুসলমান হিসেবে। তার ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং আমেরিকান সমাজে পূর্ণ অংশগ্রহণের মধ্যে তিনি কোনো দ্বন্দ্ব দেখতে পান না। তিনি বলেন, “ আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, আমার মুসলমান পরিচয়ের সঙ্গে আমেরিকান পরিচয়ের সফলভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব। এবং আমার মতো অধিকাংশ [আমেরিকান মুসলমান] তেমনটিই বিশ্বাস করেন।”

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে এক জনমত জরিপে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে, ইসলামের মূলনীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের বাধ্যবাধকতা -- এ দু’য়ের মধ্যে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

দাউদ উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান রমণীদের হিজাব পরার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই --- যদিও এই মাথা-ঢাকার ওড়না পরতে সবাই না হলেও অনেক মুসলমান নারীই পছন্দ করে। তিনি বলেন, “আল্লাহর কাছে আমার শুকরিয়া এজন্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিজাব পরে। যুক্তরাষ্ট্রে কারো অধিকার নেই আপনাকে বলার যে, আপনি হিজাব পরতে পারবেন না, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ধর্মীয় পোশাক পরার অধিকার সবার রয়েছে।” (এ সংক্রান্ত নিবন্ধের জন্য (

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=August&x=20070806141303ajesrom0.6975214) ওয়েবসাইট দেখুন।

দাউদ মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানরা আজ "চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আইনজীবী এবং শিল্প-ব্যবসা উদ্যোক্তা"-র মত পেশায় নিয়োজিত। তাদের কেউ আমেরিকায় জন্মেছে, আবার কেউ অভিবাসী হিসেবে বাস করছে। "যেসব মুসলমান নারী এখানে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারা আমেরিকানদের মতই। তারা বিশ্বাস করে যে, নারী-পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পাওয়া উচিত।" দাউদ উল্লেখ করেন, আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী মুসলমান নারীরা অ-মুসলান নারীদের চেয়ে কোনো দিক থেকেই আলাদা নয়। কেবল পার্থক্য হলো তারা সাধারণত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরে, হয়ত হিজাব পরে এবং মসজিদে যায়।

দাউদ বলেন, "ধর্ম যেহেতু প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের লোকেরা যার যার ধর্ম-বিধান ও ঐতিহ্য অনুযায়ী উপাসনা করতে পারে, আবার একই সঙ্গে তারা সবাই আমেরিকান। এদেশে আগত অভিবাসীরাও অনুরূপভাবে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে।" এখানে জন্ম নেওয়া নাগরিক ও অভিবাসীদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য "হল মন-মানসকিতা"। আপনি যদি নিজেকে আমেরিকান বলে মনে করেন, আমেরিকানদের মত আচরণ করেন, এবং আমেরিকার মানুষ ও তাদের জীবনধারাকে গ্রহণ করেন, তাহলেই আপনি আমেরিকান এবং আপনি সেভাবেই আদৃত হবেন।" (এ সংক্রান্ত নিবন্ধের জন্য (http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=November&x=20061129163534GLnesnoM0.5619928) ওয়েব সাইট দেখুন।)

দাউদ জানান, বেসরকারি সংগঠন, তৃণমূল আন্দোলন এবং সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলো প্রায়শই আন্তঃধর্ম কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সরকার এসব গোষ্ঠীগুলোকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু বোঝাপড়া ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে কাজগুলো ধারণাবদ্ধ করা, সূচনা করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, সুদৃঢ় করা, বজায় রাখা প্রভৃতি উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তৃণমূল পর্যায় থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে আন্তঃধর্ম সংক্রান্ত যেসব অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সংগঠিত হয় তার মধ্যে রয়েছে

সম্মেলন, আধ্যাত্মিক প্রার্থনা, কলেজ ক্যাম্পাস বা ব্যক্তিগত বাসা-বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন ও নৈশভোজন, যেখানে অতিথি বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

ধর্মীয় গোঁড়ামি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে দাউদ বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, "যারা সহিংস ও চরমপন্থী তারা এসব কাজ করে ধর্মগোষ্ঠীর বাইরে নিজ বিশ্বাস থেকে, তারা গোটা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না অথবা ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেয় না। আমি মনে করি এসব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের আন্তঃধর্ম সংলাপের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়, আর তারা নিজেরাও এতে অংশ নিতে চায় না। সুখের কথা হলো, এধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম।"

তিনি বলেন, "ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বাকি অংশের মধ্যে আন্তঃধর্ম সংলাপ গুরুত্ববহ ও উপকারী। আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি আপনার থেকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু আমরা দু'জনই একমত যে, মানবতার জন্য কল্যাণ সাধন একজন মানুষের জীবনের মূল উপাদান। তাহলে স্পষ্ট হলো যে, আমাদের ইচ্ছা একই কিন্তু পথ হয়ত ভিন্ন -- আর আমরা এবিষয়ে একমত হতে পারি।"

যারা আন্তঃধর্ম সংলাপে যোগ দিতে চায় তাদের প্রতি দাউদের উপদেশ হল, আপনার "মন ও কান খোলা রাখুন, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন এবং তার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করুন ঠিক যেমনটি আপনি চান তার কাছ থেকে।"

বৈচিত্র্য ও সহিষ্ণুতার সমর্থনে দাউদ পবিত্র কুরআন থেকে দু'টি আয়াত উদ্ধৃত করেন। কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ আমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারি। আল্লাহ চাইলে তিনি আমাদের সবাইকে এক ধর্মাবলম্বী বা জাতিভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং জীবনের জন্য যা কিছু কল্যাণকর তা স্বীকার করে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে সৌন্দর্য্য। সকল ব্যক্তিই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অথবা পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ইসলামকে নিজেদের পথ হিসেবে বাছাই করে না," আর এটাই তো "আল্লাহ চেয়েছেন"।

দাউদ বলেন, কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।" "আমার ধর্ম আমার কাছে, আর তোমার ধর্ম তোমার কাছে।"

তিনি বলেন, ১৯ শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল একবার বলেছিলেন "কোনো কণ্ঠ রোধ করার মানেই হল সমগ্র সমাজকেই বঞ্চিত করা। সর্বোপরি, আন্তঃধর্ম সংলাপ ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ করে, কাউকে ছোট করে না।"

ওয়েবচ্যাটের ট্রান্সক্রিপ্ট বা লিখিত ভাষ্যটি (http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=August&x=20070815133032xjsnommiS0.9725305) পাওয়া যাবে ইউএসইনফো ওয়েবচ্যাট স্টেশনে: (http://usinfo.state.gov/usinfo/Products/Webchats.html)। আগেকার ও পরবর্তী ওয়েবচ্যাট সম্পর্কেও এতে তথ্য পাওয়া যাবে।

আমেরিকায় আন্তঃধর্ম সংলাপ সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে নিচের সাইটগুলো পরিদর্শন করুন। ইন্টারফেইথ ইয়ুথ কোর (http://www.ifyc.org/), বক্সটন ইনিশিয়েটিভ (http://www.buxtoninitiative.org/) এবং নর্থ আমেরিকান ইন্টারফেইথ নেটওয়ার্ক (http://www.nain.org/)।

==========

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। এর ওয়েব সাইট ঠিকানা: http://usinfo.state.gov*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ) যোগাযোগ করুন।*